জেনারেল সেফটি রুলস্

- দুর্ঘটনার খবর জরুরী টেলিফোন নং ৫৫৫ এ টেলিফোন করে ফায়ার এন্ড সেফটি শাখাকে অবহিত করুন।
- কারখানার অভ্যন্তরে সেফটি আইন-কানুন মেনে চলুন এবং সেফটি নিরাপদ সরঞ্জামাদি ব্যবহার করুন।
- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতির অবস্থান জেনে নিন এবং জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার জেনে নিন।
- প্লান্ট এলাকায় কখনো ধূমপান করবেন না।
- সবসময় নিরাপদ স্থানে ওয়েল্ডিং এর কাজ করুন।
- বৈধ ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ করুন।
- বিপদ জনক এলাকা সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করুন এবং উক্ত এলাকায় বিভিন্ন সতর্কতা মূলক লেখা সম্বলিত পোষ্টার/প্লাকার্ড ঝুলিয়ে রাখুন।
- উচ্চ শব্দযুক্ত এলাকায় ইয়ার প্লাগ/ ইয়ার মাফ ব্যবহার করুন।
- বিপদ জনক কেমিক্যালস্ সমূহ নাড়াচাড়া করার সময় হ্যান্ড গ্লোভস , সেফটি গগলস এবং গামবুট ব্যবহার করুন।
- সমস্ত কেমিক্যালস্ এর গায়ে সুস্পস্ট করে নাম এবং বৈশিষ্ট্য লিখে রাখুন।
- দুর্ঘটনার সময় অযথা ছুটাছুটি করবেন না। শান্ত থাকুন এবং করণীয় সর্ম্পকে সজাগ থাকুন।
- দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কম্প্রেসার এর আশে-পাশে পরিত্যক্ত তৈল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিস্কার করুন।
- কোন ভেসেল বা ট্যাংক এ কাজ করার সময় ভেসেল এন্ট্রি পারমিট সংগ্রহ করুন এবং ফায়ারম্যান দ্বারা উক্ত ভেসেল বা ট্যাংক এর ভিতরে পর্যাপ্ত অক্সিজেন আছে কি না তাহা পরীক্ষা করে নিন।
- কর্মক্ষেত্র এবং প্লান্ট এলাকা সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

জরুরী টেলিফোন নম্বর সমূহ

জনাব মোঃ আবু বকর, উপ-প্রধান রসায়নবিদ, শাখা প্রধান, ফায়ার এন্ড সেফটি
মোবাইল: ০১৯১৩২৬৯৭৪৯, টেলিফোন: ০৯৬০১১৫০-১৫৩

জনাব মোঃ আখলাক হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মোবাইল: ০১৭১৪৯২৬০৪২, টেলিফোন: ০৯৬০১১৫০-১৫৬

ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার কন্ট্রোল রুম: ৫৫৫

এসএফসিএল ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল টেলিফোন: ২০০

ফেঞ্চুগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স টেলিফোন: ০১৭৬৬৭৭০৪৭৭

সিলেট ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুম টেলিফোন: ০৮২১-৭২৭৯৭৬, ০১৭৩০-৩৩৬৬৪৪

ঢাকা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ টেলিফোন:
০২-৯৫৫৫৫৫৫, ০২-৯৫৫৬৬৬৬, ০২-৯৫৫১৩০০, ০১৭৩০৩৩৬৯৯৯, ০১৭১৩০৩৮১৮১-২

NWD Code# 09601504XXX (N.B: PABX Number)

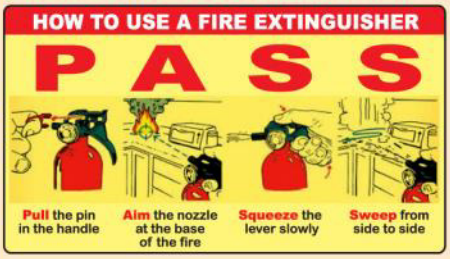

জনসচেতনায় ঃ
ফায়ার এন্ড সেফটি শাখা/এইচএসইটি (HSET) বিভাগ।

SAFETY FIRST!

HAPPY WORLD DAY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK

সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি
দুর্যোগ- দুর্ঘটনা মোকাবেলার
সর্বোত্তম উপায়

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড
(শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিসিআইসির একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান)
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট-৩১১৭

অগ্নিকান্ড পরবর্তী করণীয় এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

আগুন লাগলে যা করবেন

- নিজেকে ধীর স্থির রাখুন। বিচলিত হয়ে উপস্থিত বুদ্ধি হারাবেন না।
- তৈল জাতীয় আগুনে পানি দিবেন না। বালি, ভিজা মোটা কাপড় বা ভিজা কম্বল দিয়ে চাপা দিন।
- সূচনাতেই অগ্নি স্ফুলিংগের উপর (তৈল জাতীয় আগুন ব্যতীত) যত টুকু পানি পাওয়া যায় তা নিক্ষেপ করুন।
- আগুন যাতে বিস্তৃত হতে না পারে তার জন্য আশে-পাশের দু'একটা কাঁচাঘর ভেঙ্গে দিন।
- বৈদ্যুতিক আগুনে দ্রুত প্রধান সুইচ (মেইন সুইচ) বন্ধ করুন।
- পরনের কাপড়ে আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি দিন বা ভিজা মোটা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরুন।
- ভুলেও দৌড়াবেন না, তাহলে আগুন বেড়ে যাবে।
- যে কোন অগ্নিকান্ডের প্রাথমিক অবস্থাতেই ফায়ার ও সিভিল ডিফেন্স বাহিনীকে খবর দিন।

অগ্নিকান্ড হতে বাঁচতে হলে যা করবেন

- রান্নার পর চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলুন।
- ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, অফিস-আদালত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। আগুন দ্রুত ছড়াতে পারবে না।
- ঘরে মাকড়সার জাল প্রাথমিক অবস্থাতেই ভেঙ্গে ফেলুন, কারণ মাকড়সার জাল দ্রুত আগুন বিস্তারে সহায়ক।
- সহজে দাহ্য বস্তু দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি কমিয়ে দিন।
- খোলা বাতির ব্যবহার কমিয়ে দিন।
- মশারির ভিতর হারিকেন জ্বালিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো থেকে বিরত থাকুন। সামান্য অশর্তকতার কারণে যেকোন মুহূর্তে আগুন লেগে যেতে পারে।
- হাতের কাছে দুই বালতি পানি ও এক বালতি বালি সব সময় মজুদ রাখুন।
- বাসগৃহ, কল-কারখানা, অফিস-আদালত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপণী যন্ত্রপাতি স্থাপন করুন এবং মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করুন। প্রয়োজনে খারাপ ও দুর্বল তার ও ফিটিংস বদলে ফেলুন। বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতির সঠিক আর্থিং নিশ্চিত করুন।
- অভিজ্ঞ লোক দ্বারা রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করুন। মিশ্রন কক্ষে অগ্নি স্ফুলিংগ নিরোধক সুইচ ও প্লাগ ব্যবহার করুন।
- স্থানীয় ফায়ার ও সিভিল ডিফেন্স থেকে অগ্নি-নির্বাপণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।
- চুলার উপর ভেজা লাকড়ি বা কাপড় শুকাতে দেবেন না।
- বিড়ি, সিগারেটের নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত টুকরা অগ্নিকান্ডের অন্যতম কারণ, তাই ধুমপান পরিহার করুন।
- বাড়িতে সকল সদস্যকে আগুনের ভয়াবহতা সর্ম্পকে সচেতন করে তুলুন এবং অগ্নি প্রতিরোধ সর্ম্পকে ধারণা দিন।
- ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে আগুন নিয়ে খেলতে দিবেন না। বাজী পোড়ানো থেকে তাদের বিরত রাখুন।
- স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের ফোন নাম্বার, এসএফসিএল ফায়ার এন্ড সেফটির ফোন নম্বর এবং ফেঞ্চুগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস এর ফোন নম্বর সংগ্রহ করুন এবং যে কোন জরুরী অবস্থায় সাহায্যের জন্য সংবাদ দিন।
- রোগী পরিবহনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ করুন।

ভূমিকম্প পরবর্তী করণীয় এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

- ভূমিকম্প অনুভূত হলে আতঙ্কিত বা দিশেহারা হবেন না। আপনি যদি ভবনের নিচ তলায় থাকেন, তাহলে দ্রুত বাইরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুন।
- যদি ভবনের উপর তলায় থাকেন, তাহলে কক্ষের নিরাপদস্থান যেমন- শক্ত খাট বা টেবিলের নিচে, বীম বা কলামের পার্শ্বে অথবা কর্ণারে আশ্রয় নিন। বসে পড়ুন এবং বালিশ, কুশন, হেলমেট বা নিজের দু'হাত মাথার উপরে দিয়ে মাথা সুরক্ষিত করুন।
- ভূমিকম্পের প্রথম ঝাঁকুনির পর পুনরায় ঝাঁকুনি হতে পারে। সুতরাং একবার বাইরে বেরিয়ে এলে নিরাপদ অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত ভবনে প্রবেশ করবেন না।
- আপনি যদি কোন বিধ্বস্ত ভবনে আটকা পড়েন এবং আপনার ডাকে উদ্ধারকারীগণ শুনতে না পায়, তাহলে শক্ত কোন কিছু দিয়ে দেয়ালে বা ফ্লোরে জোরে-জোরে আঘাত করে উদ্ধারকারীদের মনোযোগ আর্কষণ করার চেষ্টা করুন।
- ভূমিকম্পকালীন আশ্রয়স্থলে শুকনো খাবার, পানি, ব্যাটারি চালিত টর্চ লাইট, বাঁশি ও প্রদর্শনের জন্য লাল কাপড় ইত্যাদি সংরক্ষণ করুন।
- মনে রাখবেন, ভূমিকম্প নিজে মানুষকে আঘাত করে না। মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি বা দূর্বল স্থাপনা, অবকাঠামো ইত্যাদি ভেঙ্গে পড়ে মানুষ হতাহত হয়।
- বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে ভবন নির্মাণ করুন, ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাস করুন।
- ভূমিকম্পের আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার কোন যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং সচেতনতা এবং পূর্ব প্রস্তুতিই মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায়।

বজ্রপাত থেকে বাঁচতে করণীয় ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

- বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।
- প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।
- খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে-দূরে অবস্থান করুন।
- কোন বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা-আলাদা কক্ষে অবস্থান করুন।
- খোলা জায়গায় কোনো বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া যাবে না। গাছ থেকে ০৪ মিটার দূরে থাকতে হবে।
- ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে বৈদ্যুতিক তারের নিচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করুন।
- ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।
- বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকের মত করেই চিকিৎসা দিতে হবে।
- এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। এই সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেলে ঘরের ভিতর অবস্থান করুন।
- যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
- বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকবেন না এবং ঘরের ভিতর বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
- ঘন-কালো মেঘ দেখা গেলে অতি জরুরী প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন।
- উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় জরুরী প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন।
- বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, মাঠ বা উঁচু স্থানে থাকবেন না।
- কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা, জলাশয় থেকে দূরে থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও খেলাধুলা থেকে বিরত থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন।
- বজ্রপাতের সময় গাড়ির মধ্যে অবস্থান করলে, গাড়ির থাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
- বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা থেকে বিরত থাকুন। বজ্রপাত শুরু হলে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

জরুরী টেলিফোন নম্বর সমূহ ঃ

ফায়ার ইনচার্জ, জনাব মোঃ আবু বকর, উপ-প্রধান রসায়নবিদ, মোবাইল নং ঃ ০১৯১৩-২৬৯৭৪৯

ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার টেলিফোন নম্বর ঃ ৫৫৫

ইমার্জেন্সি আউটডোর মেডিক্যাল টেলিফোন নম্বর ঃ ২০০

ফেঞ্চুগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স টেলিফোন নম্বর ঃ ০১৭৬৬-৭৭০৪৭৭

সিলেট ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুম টেলিফোন নম্বর ঃ ০৮২১-৭২৮০৩৪, ০১৭৩০-৩৩৬৬৪৪

safety First

জনসচেতনতায় ঃ হেল্‌থ, সেফটি, এনভায়রনমেন্ট এবং ট্রেনিং (HSET) বিভাগ।